শেখ হাসিনার উপহার-একটি বাড়ি একটি খামার, বদলাবে দিন তোমার আমার

একটি বাড়ি একটি খামার বার্তা

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

ত্রৈমাসিক বুলেটিন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংখ্যা ০৪ | এপ্রিল-জুন ২০১৮ | বর্ষ ০৩

জাতীয় উন্নয়নে অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মোদ্যগ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প ঃ

জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ২৪ মে, ২০১৮ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত উপজেলা সমন্বয়কারী সম্মেলনে মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বলেন, "একটি বাড়ি একটি খামার জাতীয় উন্নয়নে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের চলমান অগ্রাধিকার কর্মসূচির অন্যতম উদ্যোগ এটি। তাই সবার কাছেই এই প্রকল্পের গুরুত্ব অনেক বেশি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে এ দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে, দারিদ্র্যমুক্তির অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২.৫০ কোটি মানুষের পূর্ব-পাকিস্তানেও খাদ্য ঘাটতি ছিল। স্বাধীনতা উত্তর ৭.৫০ কোটি মানুষের খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ঘোষণা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট ঘাতকদের গুলিতে পরিবার পরিজনসহ নিহত হওয়ায় সেই স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে যায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জীবনে। তারই রক্তস্নাত যোগ্য উত্তরসূরী শেখ হাসিনা প্রথম ক্ষমতায় এসেই ১৯৯৮ সালে বঙ্গবন্ধুর দেখা সেই স্বপ্ন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেন।

তারই রক্তস্নাত যোগ্য উত্তরসূরী শেখ হাসিনা প্রথম ক্ষমতায় এসেই ১৯৯৮ সালে বঙ্গবন্ধুর দেখা সেই স্বপ্ন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেন।

কিন্তু ক্ষমতার পালাবদলে আমরা আবার খাদ্যে পরনির্ভর হয়ে পড়ি। পরবর্তিতে ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে ২০১৭ সালে পুনরায় ১৬ কোটি মানুষের দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে এক বিরল অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। দারিদ্র্যবিমোচন করতে গিয়ে সকলের উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে সমন্বিত অংশগ্রহণে এটি সম্ভব হয়েছে।"

(বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায়)

-স্বপ্ন বাস্তবায়নে শ্রেষ্ঠ উদ্যোগ

"চারটি মূল লক্ষ্য - উৎপাদন বৃদ্ধি, সুষম বন্টন, কর্মসংস্থান ও গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়ন'কে সামনে রেখে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বিশেষ গ্রাম-প্রকল্প প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর মতে এ প্রকল্পের সামগ্রিক লক্ষ্য হবে বাস্তবানুগ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে গ্রাম ও গ্রামবাসীকে স্বাবলম্বী ও স্বয়ম্ভর করে তোলা, গ্রাম উন্নয়নমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং গ্রামের ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো গড়ে তুলে গ্রামোন্নয়নের পূর্ব শর্ত সৃষ্টি করা এবং গ্রামীণ সমাজের যাবতীয় দিককে এই প্রকল্পের আওতায় এনে গ্রামের সার্বিক ও সর্বাত্মক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।"

'বঙ্গবন্ধুর কৃষি ও সমবায় চিন্তা' - ড. সেলিম জাহান।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর অপূর্ণ থেকে যাওয়া স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহান কর্মোদ্যগ "একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প" প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো- একেকটি বাড়িকে খামারে রূপান্তর করা। এ দিয়ে নিজেরা নিজেদের চাহিদা মিটাবে এবং উদ্বৃত্তটা বাজারে বিক্রি করে বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

-ঃ ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচি ঃ- একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

একজন মহান মুক্তিযোদ্ধার সুখানুভূতি

আমি এদেশের একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অত্যন্ত গর্বিত যে, নীলফামারী জেলাধীন আমার কিশোরগঞ্জ উপজেলায় এখন আর কোন ভিক্ষুককে ভিক্ষা করতে দেখতে পাই না। যা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন। এক সময়ের মঙ্গা কবলিত উত্তরের এই জনপদ এখন ভিক্ষুকমুক্ত, এটি দেশের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। এক সময়ে ভিক্ষা করে জীবন কাটানো মানুষগুলো এখন নানা রকম আয়বর্ধক কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন। যাদের জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর কিছুই ছিল না প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণে তাদের আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঠাঁই হয়েছে। মানুষের দ্বারে দ্বারে হাত পেতে জীবিকা নির্বাহের কাজকে এখন তারা মনপ্রাণে ঘৃণা করেন। ভিক্ষুক পুনর্বাসনের এমন মহতী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

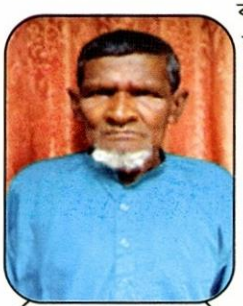

মোঃ ওসমান গনি
মুক্তিযোদ্ধা
গাড়াগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জাতীয় উন্নয়নে .... একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সকল উপজেলা সমন্বয়কারীদের নিয়ে আয়োজিত সম্মেলনে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তিনি সকলের বক্তব্য শুনে বলেন, "প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে দারিদ্র্যবিমোচনের লক্ষ্যে চলমান এ কাজের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে এবং কর্মীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই সরকার পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। সবাইকেই আন্তরিকতা নিয়ে প্রতিষ্ঠানের সকল দায়িত্ব পালন করতে হবে, মেধা ও দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে ব্যাংকে দায়িত্ব পাওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।"

পরবর্তিতে ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে ২০১৭ সালে পুনরায় ১৬ কোটি মানুষের দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে এক বিরল অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, "সরকারের মহতী উদ্যোগ 'ক্ষুধা-দারিদ্র্যবিমোচনে' আপনারা হলেন প্রকল্পের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। আপনারা পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে অতি সহজেই প্রকল্প বাস্তবায়নের সফলতা দৃশ্যমান হবে।" ৪ মাস অন্তর সমন্বয়কারীদের সাথে বসে কাজের অগ্রগতি এবং তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা জানার জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়কে পরামর্শ দেন তিনি।"

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা মমতাময়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন ও তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নে সকলকে আত্মনিয়োগ করার আহবান জানান

নিজের কর্মজীবনের উদাহরণ টেনে তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, কর্মজীবনের শুরুতে তিনি দৈনিক বেতন প্রাপ্তিতে কাজ করেছেন আর আজ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তিনি দায়িত্ব পালন করছেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা মমতাময়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন ও তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নে সকলকে আত্মনিয়োগ করার আহবান জানান এবং সম্মেলনে উপস্থিত সকলের প্রতি তাঁর এবং সরকারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান মাননীয় মন্ত্রী।

- সংকলনে
প্রভাস চন্দ্র দাস, সিনিয়র কন্সালটেন্ট
ট্রেনিং এন্ড মনিটরিং, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প।

সম্পাদকীয়

নিবিড় যোগাযোগ কাজের সফলতা তরান্বিত করে-

১৯৭৩ সালে সাড়ে সাত কোটি জনসংখ্যার ৮২ শতাংশ দরিদ্র মানুষের বাংলাদেশে আজ ১৬ কোটি জনসংখ্যার মাত্র ২৪ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সফল নেতৃত্বের দৃশ্যমান অর্জন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীনের পরবর্তি সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছিলেন দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হবে, কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য দেখা সেই স্বপ্ন পূরণের আগেই '৭৫ এর ১৫ই আগস্টে স্ব-পরিবারে মর্মান্তিকভাবে তিনি নিহত হন। নানান ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে জাতির জনকের দারিদ্র্যমুক্তির সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ এ ক্ষমতায় এসেই উন্নয়নের একটি রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু করলেও তা আলোর মুখ দেখার আগেই বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় ২০০৯ সালে ক্ষমতাসীন হয়ে আবার তিনি উপলব্ধি করলেন, দরিদ্র মানুষের মধ্যে উচ্চ সুদের ক্ষুদ্র ঋণের অবাধ প্রবাহ তাদের পরমুখাপেক্ষী করে তুলছে। ক্ষুদ্র ঋণের জালে তারা আটকা পড়ে যাচ্ছেন, যেখান থেকে আর তাদের বেরুনোর পথ থাকছে না। তিনি চিন্তা করলেন, দরিদ্র মানুষের মধ্যে যদি নিজস্ব তহবিল গড়ে দেয়া যায় এবং সেই তহবিলের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বাড়িভিত্তিক উৎপাদনমুখি কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করে দেয়া যায় তাহলে স্থায়ীভাবে এ দারিদ্র্যবিমোচন সম্ভব হবে।

সামাজিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার সামর্থ অর্জন এবং সন্তানদের সু-শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারলেই দারিদ্র্যমুক্তি স্থায়ী ও টেকসই হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্তই ব্যক্তিগত ভাবনা থেকে উদ্ভাবিত পদ্ধতি "ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল" যা একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। দরিদ্র মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের বিপরীতে রাষ্ট্রীয় কল্যাণ অনুদান সহয়তায় সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তুলে তহবিল ব্যবস্থাপনার এমন উপায় মাননীয় শেখ হাসিনার এক অনন্য সৃষ্টি। আমার জানামতে পৃথিবীর কোথাও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এমন কোন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেই যেখানে সরকার দরিদ্র মানুষকে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য নিজস্ব তহবিল গঠন করে দেয়।

২০২১ সালের মধ্যে দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করার জন্য সরকার ১০ টি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরমধ্যে "একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প" শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ-০১। যা লাগসই কর্মসূচি প্রণয়ন এবং দেশব্যাপি যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। জুন'১৮ পর্যন্ত সারা দেশে ৩৬ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪৩২ টি দরিদ্র পরিবারকে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সদস্যভুক্ত করা হয়েছে, যাতে ১ কোটি ৮২ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে এর সুবিধা ভোগ করছেন। চলমান এ কার্যক্রমে রাষ্ট্রীয় কল্যাণ অনুদান ও উপকারভোগী সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় মিলে ৪৭১৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার একটি আবর্তক তহবিল সৃষ্টি হয়েছে, যা সদস্যগণ নিজেদের বাড়িতে ছোট ছোট আয়বর্ধক খামার সৃজনে ঋণ হিসেবে ব্যবহার করছেন। শুধু ঋণ বা অর্থ দিয়েই নয়, সামাজিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার সামর্থ অর্জন এবং সন্তানদের সু-শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারলেই দারিদ্র্যমুক্তি স্থায়ী ও টেকসই হবে। সদস্যদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধকরণ সভা এবং সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য বিশেষ গুরুত্বসহকারে

পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে সৃষ্ট মহাদুর্যোগ 'বজ্রপাত' এ জীবনহানির সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং এর প্রধান শিকার হচ্ছেন দেশের খেটে খাওয়া দরিদ্র মানুষ। তাই এর হাত থেকে বাঁচার এই মুহূর্তের প্রধান রক্ষাকবজ হলো সচেতনতা সৃষ্টি, যা ইতোমধ্যেই মাঠ পর্যায়ে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের জন্য সকলকে অতি গুরুত্ব সহকারে অবহিত করা হয়েছে। আশা করছি, সকলের আন্তরিক উদ্যোগে প্রন্তিক জনগোষ্ঠীকে সচেতন করার মধ্য দিয়ে এ দুর্যোগ আমরা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবো।

দরিদ্র এ জনগোষ্ঠী আমাদেরই স্বজন যা পূর্বপুরুষের সাথে হয়তো রক্তের বন্ধনও রয়েছে। তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্যতাহেতু চেহারায় অস্বচ্ছলতার ছাপ ইত্যাদি কারণে আমরা যদি নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখি তাহলে এ কাজের লক্ষ্য অর্জনে আমরা বাধাগ্রস্থ হবো। তাঁদের সাথে আমাদের নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হবে। যতো বেশি যোগাযোগ রাখতে পারবো ততো বেশি আমাদের কাজের সফলতা আসবে। মহতী কাজের এ পরিবেশকে মন থেকে মানিয়ে নিতে না পারলে আমাদের অন্য কাজ খুঁজে নেয়া উচিৎ বলেই আমি মনে করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর স্বপ্নের এ উদ্যোগ আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা যদি সেভাবে এটি বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ না নেই তাহলে আমরা নিজেরাই নিজেদের কাছে অপরাধী হয়ে থাকবো। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব পালনের প্রতি মনোযোগী হই তাহলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যবিমোচনের মধ্য দিয়ে এ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন বিশ্বে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

এক নজরে তথ্য
একটি বাড়ি ও একটি খামার প্রকল্প

প্রকল্পের অর্জন ঃ
(জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত)

- ❑ সমিতি গঠন ৭৫ হাজার ৭৯৩ টি।
- ❑ সদস্য পরিবার অন্তর্ভুক্তি ৩৬ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪৩২ টি।
- ❑ সদস্যদের নিজস্ব জমাকৃত সঞ্চয় ১৩৬৭ কোটি ২৬ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা।
- ❑ প্রকল্পের দেয়া কল্যাণ অনুদান ১১৫৫ কোটি ২১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা।
- ❑ প্রকল্পের দেয়া ঘূর্ণায়মান তহবিল ২০২৮ কোটি ৯৪ লক্ষ ০৩ হাজার টাকা।
- ❑ আয়বর্ধক ক্ষুদ্র খামারের সংখ্যা ২৩ লক্ষ ১৮ হাজার ২২৬ টি।
- ❑ খামার সৃজনে বিনিয়োগ ৪৯৯৫ কোটি ০১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা।
- ❑ মোট তহবিল ৪৭১৭ কোটি ৪৫ লক্ষ ০২ হাজার টাকা।
- ❑ পরোক্ষ উপকারভোগীর সংখ্যা ১.৮১ কোটি জন।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ঃ
(জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত)

- ❑ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হবে ৯১ হাজার ৯২ টি।
- ❑ উপকারভোগী সদস্য পরিবার অন্তর্ভুক্ত হবে- ৫৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬০০ টি।
- ❑ সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় জমা হবে ২৪৩৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা।
- ❑ প্রকল্প হতে কল্যাণ অনুদান প্রদান করা হবে ২৪৩৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা।
- ❑ সমিতির পুঁজি সৃষ্টির জন্য দেয় আবর্তক তহবিল ২৯৯৯ কোটি ২১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা।
- ❑ বিনিয়োগযোগ্য মোট তহবিলের পরিমাণ দাড়াঁবে ৭৮৬৬ কোটি ৯৭ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা।

- সংকলনে
দীপক রঞ্জন ভৌমিক, সিনিয়র কন্সালটেন্ট
এমআইএস এন্ড ফাইন্যান্স, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়নে অর্জিত সাফল্যে
অভিনন্দন

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সমন্বিতভাবে সমিতি গঠন, সদস্য অন্তর্ভুক্তি, সঞ্চয় ও ঋণ আদায়ের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করে ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলার সহকর্মীবৃন্দ এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শতভাগ সমিতি গঠন ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি এবং ৯১ শতাংশ

ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলার একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সহকর্মীবৃন্দ।

সঞ্চয় আদায় করেছেন। এছাড়া কর্মসূচি বাস্তবায়নে অগ্রগামী উপজেলাগুলোর মধ্যে এ উপজেলার ১.৫৮ কোটি টাকা বিতরণকৃত ঋণের সর্বোচ্চ ৫৫% টাকা ঋণ আদায় হয়েছে। প্রশংসনীয় এ সাফল্য অর্জনের জন্য প্রকল্পের সহকর্মী, ইউএনও, আরডিও, ডিডি-বিআরডিবি, এডিসি, ডিসি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং উপকারভোগী সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আশা করি, আপনাদের আন্তরিক সদিচ্ছায় একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে, যা অপরাপর সহকর্মীদের স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে অনুপ্রাণিত করবে এবং উৎসাহ যোগাবে।

-প্রকল্প পরিচালক
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

টেকসই দারিদ্র্যবিমোচনের লক্ষে প্রকল্পের গৃহীত লাগসই উদ্যোগঃ

- ❖ সকল সদস্য পরিবারে টেকসই জীবিকায়নে আয়বর্ধক খামার সৃষ্টি।
- ❖ ০১ লক্ষ ভিক্ষুক সদস্যকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
- ❖ প্রতি উপজেলায় ০১ টি করে আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বাস্তবায়ন।
- ❖ প্রতি উপজেলায় ০১ টি করে ই-লার্নিং সেন্টার (পল্লী পাঠশালা) স্থাপন।
- ❖ সদস্যের ছেলে-মেয়েদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিতকরণে তদারকি ও উদ্বুদ্ধকরণ।
- ❖ অনাবাদী বা পতিত জমিতে বনজ ও ফলদ বনায়ন সৃষ্টিতে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
- ❖ উপকারভোগী সদস্যদের পেশাভিত্তিক কর্মমুখি প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- ❖ সামাজিক দুর্যোগ মোকাবেলায় পরিবারে গঠনমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করা।

ছাগল পালনে সফল নারী উদ্যোক্তা নূরজাহান

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার পলাশতলা গ্রামের আত্মপ্রত্যয়ী নূরজাহান এখন এক সফল উদ্যোক্তা। স্বামী শ্রমোপজীবী মোঃ শামসুল হক ও এক ছেলে সন্তানসহ খুবই টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করতেন। নূরজাহান সারাক্ষণই ভাবতেন কীভাবে স্বামীর সাথে একটু সহযোগিতা করে সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনা যায়। স্থায়ী দারিদ্র্যমোচনের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের দেশব্যাপী সৃজিত কর্মসূচির আওতায় নরসিংদীর নিভৃত গ্রামে পলাশতলা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ২০১৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। কালবিলম্ব না করে গৃহবন্দীত্ব ছেড়ে একটু স্বাবলম্বী হয়ে ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তোলার স্বপ্ন তাকে সমিতির সদস্য হতে উদ্বুদ্ধ করে। নূরজাহান সদস্য হয়ে পারিবারিক খরচ বাঁচিয়ে মাসিক ২০০ টাকা করে সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। সমিতির ৬০ জন সদস্যের সঞ্চিত জমা, প্রকল্পের অনুদান ও আবর্তক তহবিল মিলে সমিতির সদস্যদের প্রাথমিকভাবে আত্ম-কর্মসংস্থানের একটি স্থায়ী তহবিল তৈরি হয়, যা থেকে ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ছোট্ট একটি ছাগলের খামার প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। '১৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে ২য় দফায় ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ছাগলের খামারটি বড় করেন। এরই মধ্যে তার খামারে ৯টি ছাগল হয়। যার মধ্যে ৪টি খাসী। ১১মাস পরে ৩টি খাসী ১২৫০০ টাকায় বিক্রি করেন। বর্তমানে বাচ্চাসহ খামারে ছাগলের সংখ্যা ১১টি। নূরজাহান জানান, কোন রকম রোগ-ব্যধি না হলে এবং ঠিকভাবে লালন-পালন করতে পারলে ০১ বছর পর ঋণ পরিশোধ করেও লক্ষাধিক টাকা আয় আসবে। একটি ছাগল বছরে ২বার ৩/৪ টি করে বাচ্চা দেয় যা অধিক লাভজনক এক উদ্যোগ।

গৃহিনী নূরজাহান এখন পরিবারের উপার্জনক্ষম সক্ষম মানুষ। ছেলেকে ভালো একটি বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণিতে ভর্তি করিয়েছেন। এলাকার অনেক মানুষ এখন তাঁর ছাগলের খামারটি দেখতে আসেন । নূরজাহানকে দেখে গ্রামের অনেকেই অতি লাভজনক এ ছাগল পালনে এগিয়ে আসছেন। তিনি এখন নিজের সংসারে স্বচ্ছলতা ফেরাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি অন্যদেরও অনুকরণীয় উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছেন। নূরজাহান জানান, তাঁর সংসারে এখন অভাব নেই। তাঁরা এখন স্বচ্ছল এবং স্বাবলম্বী। অভাবী পরিবারে এ স্বচ্ছলতা অর্জনে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে, যা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে নিকট ভবিষ্যতে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সত্যি হবে।

– উপজেলা সমন্বয়কারী
রায়পুরা উপজেলা

ভাগ্যবদলের স্বপ্নরথে চড়েছেন আব্দুল খালেক

বাহান্নোর্ধ বয়সের দরিদ্র কৃষক আব্দুল খালেক মন্ডল, স্থায়ী নিবাস কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামে, দুই মেয়ে ও এক ছেলের পিতা খালেক অতি কষ্ট করে সংসারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করতেন। দারিদ্র্যবিমোচনের লাগসই উদ্যোগ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের যাত্রা শুরু হলে ২০১১ সালের জুলাই মাসে বেতবাড়িয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়। আব্দুল খালেক এ সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। ভাগ্য বদলের স্বপ্ন রথে চড়ে বসলেন আব্দুল খালেক। কঠোর পরিশ্রম করে উপার্জিত টাকার কিছু কিছু সঞ্চয় করে ২ বছরের মধ্যে ৪৮০০ টাকা সমিতির তহবিলে জমা করেন। সমিতির অন্যান্য সদস্যগণও সঞ্চিত তহবিল গঠনের লক্ষ্যে সঞ্চয় জমা করতে থাকেন এবং এরই মধ্যে সঞ্চয়ের বিপরীতে সরকার প্রদত্ত কল্যাণ অনুদান এবং আবর্তক তহবিল সমিতির নিজস্ব পুঁজির সাথে যোগ হলে সদস্যদের ঋণ প্রদান শুরু হয়। প্রথম দফায় তিনি ১০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে মুদি ব্যবসা শুরু করেন। ঘুরে যায় তাঁর আয় এবং জীবনের চাকা, মনোযোগী হলেন ছেলে-মেয়েকে পড়াশোনা করানোর প্রতি। ২য় বার ১৫ হাজার এবং তারপর ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে চলমান ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছেন। ব্যবসা সম্প্রসারণের সাথে বেড়েছে উপার্জন, বদলে গেছে জীবনের রং। বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন, ছেলে অনার্স পড়ছে, ছোট মেয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে উঠেছে। ব্যবসার কাজে সার্বক্ষণিক সহায়তা করেন স্ত্রী। তাঁর বর্তমানে মাসিক গড় আয় প্রায় ১০ হাজার টাকা। তিনি এখন সামাজের অন্য দশজন স্বচ্ছল মানুষের মতোই নিজেকে ভাবতে পারছেন। আগের মত কষ্ট নিয়ে মাথা নিচু করে চলতে হয় না তাঁকে। আব্দুল খালেক অকপটে বলে যাচ্ছিলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কল্যাণে আমার মতো দরিদ্র মানুষের মাথা উঁচু করে সমাজে বেঁচে থাকার একটা স্থায়ী উপায় সৃষ্টি হয়েছে।

– উপজেলা সমন্বয়কারী
খোকসা উপজেলা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার "ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল" টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে লাগসই উদ্যোগ ঃ

এস এম গোলাম ফারুক
সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

রাজধানীর এক অডিটরিয়ামে ২৪-০৫-১৮ তারিখে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উপজেলা সমন্বয়কারীদের নিয়ে আয়োজিত সম্মেলনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব এস এম গোলাম ফারুক অংশ গ্রহণ করে প্রকল্পের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে যোগদান করে জাতি গঠনে অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচনের এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি। মাইক্রোক্রেডিটের দুষ্ট চক্র থেকে দরিদ্র মানুষকে বের করে এনে নিজস্ব পুঁজি ব্যবস্থাপনায় স্থায়ী তহবিল সৃষ্টির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'মাইক্রো সেভিংস মডেল' ইতোমধ্যেই দরিদ্রবান্ধব কর্মসূচি হিসেবে বেশ প্রসংশিত হয়েছে উল্লেখ করে বলেন, "জাতির পিতার স্বপ্ন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সবাই মিলে-মিশে কাজ করছি আমরা। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা বর্তমান সরকারের একটি বিশেষ কর্মসূচি যা টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য একটি লাগসই উদ্যোগ।"

> আমরা ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ করে এদেশ স্বাধীন করা জাতি সুতরাং এ কাজ সহজেই বাস্তবায়ন করতে কোন বাঁধাই আমাদের পরাস্ত করতে পারবে না

প্রকল্পের প্রথম ধাপ ২য় সংশোধনী পর্যন্ত এটি সফলভাবে বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করে জুলাই '১৬ থেকে চলমান ৩য় সংশোধনীর এই পর্যায়ে প্রকল্পের মাধ্যমে এক লক্ষ ভিক্ষুক পুনর্বাসন, দুই হাজার প্রদর্শনী খামার স্থাপন, অন লাইন বাজার ব্যবস্থা চালু ও পল্লী পাঠশালা স্থাপনসহ সকল কাজ যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের আহবান জানান তিনি। সকল দরিদ্র মানুষ ক্ষুদ্র সঞ্চয় গঠনের মধ্যদিয়ে নিজস্ব পুঁজি ব্যবস্থাপনায় স্বাবলম্বী হয়ে উঠার লক্ষ্য বাস্তবায়নে সবাইকে নিষ্ঠার সাথে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বলেন, "স্থানীয় সরকারের সকল সংস্থা থেকে সম্মিলিত সহায়তার মাধ্যমে এর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব।"

চলমান কর্মসূচির মধ্যে ঋণ দেয়া এবং আদায়ের ক্ষেত্রে বেশি সচেতন হতে হবে। বর্তমানে ৫০ হাজার টাকা করে সর্বনিম্ন সুদে এসএমই ঋণ দেবার সুযোগ রয়েছে। ঋণ যথাযথ জায়গায় প্রদান করা এবং ঋণের ব্যবহার যদি সঠিক রাখা যায় তাহলে উপকারভোগী দরিদ্র মানুষ ঋণের জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ে সকলেরই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক, তাই তারা সকলেই এ কাজে সহায়তা করবে বলে সবাইকে আশ্বস্ত করেন। এ কাজের মনিটরিং করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত সকল কমিটির দায়িত্ব রয়েছে, সকলেরই যার যার জায়গা থেকে জবাবদিহিতা রয়েছে। আমরা ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ করে এদেশ স্বাধীন করা জাতি সুতরাং এ কাজ সহজেই বাস্তবায়ন করতে কোন বাঁধাই আমাদের পরাস্ত করতে পারবে না বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, "তবে পূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।"

উপজেলা সমন্বয় কমিটিতে ইউসিওদের সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করে দেয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, যাতে সমন্বয় কমিটির মিটিংএ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা ও সুবিধা-অসুবিধার কথা তুলে ধরা যায়। মৃত সদস্যদের সঞ্চয় ফেরৎ ও পরিবারের আগ্রহী সদস্যের অন্তর্ভুক্তি, পাওনা ঋণ সমন্বয়সহ নানা বিষয়ের নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করে জানান, "প্রথমদফায় ঋণের সিলিং বৃদ্ধি এবং জেলা ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের বিষয়টিও আমরা বিবেচনা করবো।"

কাজের জন্য সৃষ্ট যে কোন প্রতিকূলতা দূর করে কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের পথ উন্মুক্ত করে দেবার কথা পুনরায় ব্যক্ত করে আগামীতে আরও ভালোভাবে পূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করার আহবান জানিয়ে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষুধামুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ একান্তভাবে কামনা করে সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।

- একটি বাড়ি একটি খামার বার্তা ডেস্ক

ফরিদ এখন স্বাবলম্বী

রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার বাবুলতলা গ্রামের ফরিদ হোসেন অভাব অনটনের মধ্যদিয়েই বড় হয়েছেন। টানা-পোড়েনের সংসারে এসএসসি পাস করে আর পড়াশোনা করা হয়নি। বাবা মৃত লোকমান হোসেন ছিলেন দরিদ্র কৃষক এবং মা সুফিয়া বেগম গৃহিনী। কঠোর পরিশ্রম করে সংসার চালানো ফরিদ হোসেনের বাবার মৃত্যুকালে ভালো চিকিৎসাও করাতে পারেননি। সংসারের অনটনের দৃশ্য তিনি খুব কাছে থেকে দেখেছেন, যা ভাবলে এখনও তিনি আতংকিত হয়ে উঠেন।

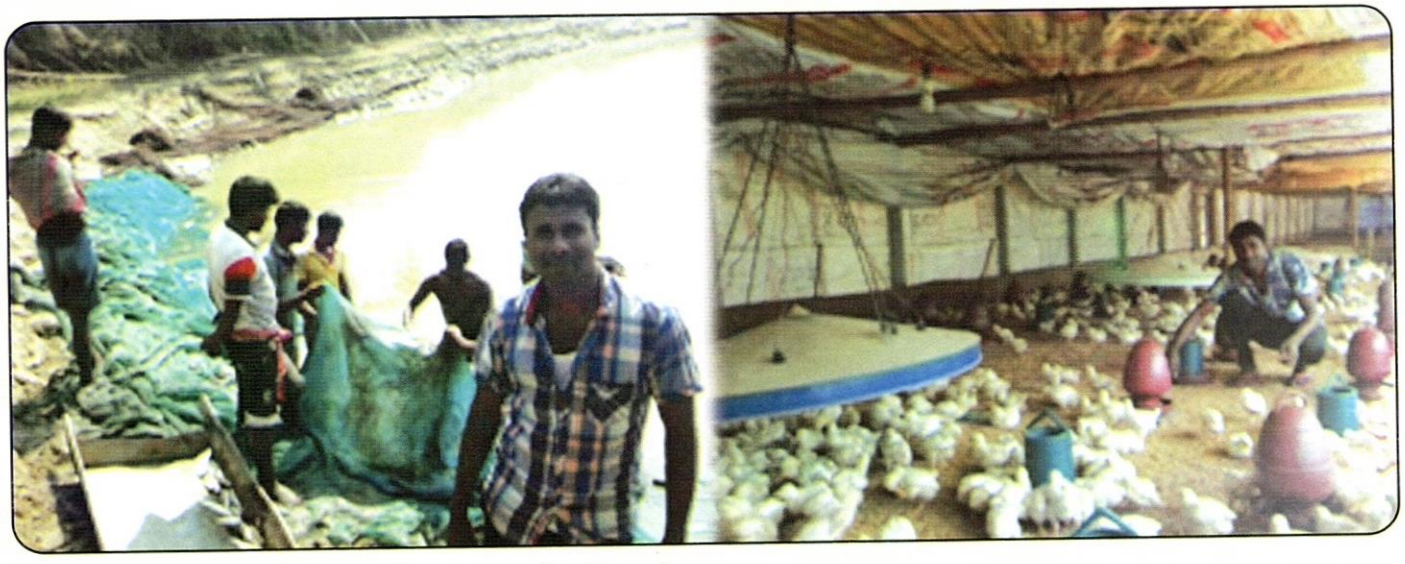

২০১০ সালে স্থানীয় সরকারের উদ্যোগে নিজ গ্রামে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। একই বছরের ২৮ সেপ্টেম্বর গঠিত বাবুলতলা গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য হন ফরিদ। সমিতির অন্যান্য সদস্যদের ন্যায় তিনিও মাসিক ২০০ টাকা করে সঞ্চয় জমাতে থাকেন। সমিতির সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় এবং প্রকল্পের অনুদান ও পুঁজি গঠনে আবর্তক তহবিল মিলে একটি বড় নিজস্ব তহবিল গড়ে উঠে সমিতির। এ তহবিল থেকেই প্রথমবার ১০ হাজার টাকা নিয়ে একটি গরু ক্রয় করেন। গরুটি মোটাতাজা করে বিক্রি করে ঋণ পরিশোধের পরে লাভের টাকা এবং ২য় বারে ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটি মুরগীর খামার গড়ে তোলেন। খুব সহজেই স্বচ্ছলতার মুখ দেখেন ফরিদ। ৩য় বার ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বাড়ির পাশে একটি পুকুরে মাছের চাষ করেন।

পরিবারে ৩ বেলা ঠিকমতো খাবার যোগাড় করতে হিমশিম খাওয়া ফরিদ এখন আর্থিকভাবে বেশ স্বচ্ছল। এখনআর তাঁর পরিবারে কোন অভাব নেই। মাছ ও মুরগীর খামার করে শুধু তিনিই লাভবান হয়েছেন তা নয়। সমিতির অনেকেই তাঁর দেখাদেখি খামার ভিত্তিক উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ফরিদ এখন অন্যদের অনুপ্রেরণা। দরিদ্র ফরিদের আজকের উন্নয়নে এলাকার মানুষও বেশ খুশি। ফরিদ জানান, আন্তরিকতা নিয়ে যেকোন কাজে আত্মনিয়োগ করলে সফলতা আসবেই। তাছাড়া একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের এমন ব্যতিক্রমী সহায়তা চলমান থাকলে গ্রামের দরিদ্র মানুষ একসময় নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই পরিবর্তন করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবেন

– উপজেলা সমন্বয়কারী
বালিয়াকান্দি উপজেলা

সুবিধাবঞ্চিতদের সমৃদ্ধি অর্জনে প্রকল্পের স্থায়ীরূপ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ২য় সংশোধনী পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত (৩০ জুন, ২০১৬) ৪৮৯ টি উপজেলার সকল উপকারভোগী সদস্য, সঞ্চয় ও ঋণ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ব্যাংকের মাধ্যমে ০১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৫৯ জন সদস্যের মধ্যে ৪২৮ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্প হতে স্থানান্তরসহ বর্তমানে ১৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৮২৩ জন ঋণীর নিকট ২২৬৩ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা আদায়যোগ্য ঋণ রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অতি দরিদ্রবান্ধব সহায়তা 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ' কর্মসূচির আওতায় সম্প্রতি ৬৯২০ জন উপকারভোগীর মাঝে ৩৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়। মাত্র ৫% সার্ভিস চার্জে প্রতি সদস্য ৫০ হাজার টাকা বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে প্রাথমিক উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাবে। উদ্যোক্তাগণ পর্যায়ক্রমে বাড়তি ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণসেবা গ্রহণ করে নিজেকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সুয়োগ পাবেন। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সূচনালগ্ন থেকেই অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের দৃশ্যমান সফলতা। এছাড়া শীঘ্রই সুবিধা বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দ্রুত এবং সহজে আর্থিক লেনদেন ও বিপণনের জন্য প্রযুক্তির আওতায় 'পল্লী লেনদেন' নামে অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিং, ই-কমার্স এবং 'পল্লী বাজার' সেবা প্রবর্তনের কাজ ব্যাংকের চেয়ারম্যান মহোদয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলছে।

– একটি বাড়ি একটি খামার বার্তা ডেস্ক

আলম শেখের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটিয়েছে কোয়েল পাখি

রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলার পদমদী গ্রামের আলম শেখ এখন এলাকায় কোয়েল চাষী নামেই সুপরিচিত। মো: আফসার শেখ এবং রোজিনা বেগমের সন্তান আলম শেখ অর্থাভাবে দশম শ্রেণির পাঠ চুকিয়ে আর স্কুলমুখি হননি। দরিদ্র মা-বাবার পরিবারে শৈশব থেকেই দু'টাকা রোজগারের উপায় খুঁজতে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে তাঁকে। জীবনের চলমান সামাজিক প্রবাহে তাঁকে বিয়ে করে সংসারী হতে হয়। কিন্তু অভাব তাঁর পিছু ছাড়ে না। এলাকায় বিভিন্ন এনজিও কাজ করলেও দু'একবার ঋণ নিয়ে বেশি সুবিধা করতে না পারায় আর এনজিওমুখি হননি তিনি। ২০১৩ সালের জুন মাসে নিজের গ্রামে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প কাজ শুরু করায় তিনি সদস্য হয়ে যান। এরপর নিয়মিত সঞ্চয় প্রদান করে একসময় নিয়ম মোতাবেক ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটি গরু ক্রয় করেন। পরবর্তি সময়ে ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে তিনি কোয়েল পাখির চাষ শুরু করেন। এটি ছিল এলাকায় তাঁর নতুন উদ্যোগ। প্রথমে অনেকেই এর বিরোধিতা করলেও পরবর্তি সময়ে তাঁর সফলতা অন্যদের উদ্বুদ্ধ করেছে। ৩য় বারে ২৫ হাজার টাকা ঋণ তুলে কোয়েল পাখির খামার সম্প্রসারণ করেন। এ সময়ে তাঁর পরিবারে আসে স্বচ্ছলতা। একসময়ে পরিবারের সদস্যদের চাহিদা মেটানো খুবই কষ্টকর ছিল যা আজ আলম শেখের কাছে শুধুই অতীত। একমাত্র মেয়ে রাফিয়া আলম ৮ম শ্রেণিতে পড়ছে। সংসারের সকল খরচ মিটিয়ে প্রতিমাসে তিনি ৩৫০০-৪০০০ টাকা সঞ্চয় করছেন।। পদমদী গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ভালো-মন্দ খোঁজ খবর রাখাকে তিনি তাঁর দায়িত্বের মধ্যেই ধরে নিয়েছেন। কারণ হিসেবে জানালেন, এই সমিতির মাধ্যমেই তিনি আজ স্বাবলম্বী হয়েছেন। নতুন পথের সন্ধান খুঁজে পেয়েছেন। তাই অন্যরাও যাতে ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে পারেন সেজন্য সমিতি সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করতে হবে।

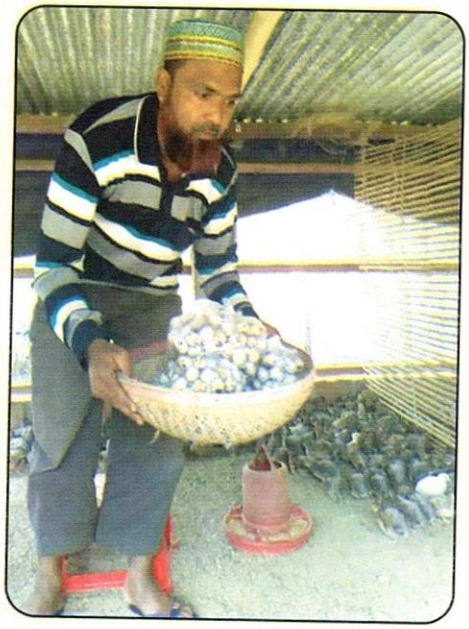

ডিম এবং মাংস উৎপাদন পর্যাপ্ত হলে বাজার ব্যবস্থা প্রতিকূলে চলে যায়। তাই বিপণনে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা পেলে এ উদ্যোগ আরো টেকসই হবে বলে জানান আলম শেখ।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের লক্ষ্য এবং উদ্দ্যেশ্য অতি দরিদ্রবান্ধব। আমরা সদস্যরা যদি সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে সমিতির নিয়ম কানুন মেনে চলি এবং কাজ করি তাহলে দারিদ্র্যবিমোচনে এটি হতে পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনন্য এক মহতী উদ্যোগ।

– উপজেলা সমন্বয়কারী
বালিয়াকান্দি উপজেলা

নার্সারি করে স্বাবলম্বী হয়েছেন অঞ্জনা বেগম

তিন কন্যা সন্তানের মা মোছা: অঞ্জনা বেগম এক আত্মপ্রত্যয়ী সংগ্রামী মানুষ হিসেবে এলাকায় বেশ সুপরিচিত। শ্রমজীবী স্বামী মো: ওমর আলীর আয়ে সংসারের চাহিদা পূরণ না হলে নিজে অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসারে সহায়তার উদ্যোগ নেন। নীলফামারী সদর উপজেলার ইটাখোলা ইউনিয়নের হরিবল্লভ গ্রামের অঞ্জনা বেগম এখন একজন সফল নার্সারি উদ্যোক্তা। সংসারের অনটন যখন তাঁকে ঘিরে ধরেছে তখনই তাঁর সামনে উপায় হিসেবে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুযোগ আসে। ২০১২ সালের শুরুতেই তিনি হরিবল্লভ হঠাৎপাড়া গ্রাম উনন্নয়ন সমিতির সদস্য হিসেব অন্তর্ভুক্ত হন এবং নিয়মিত সঞ্চয় জমাতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি গঠিত হলে সদস্যদের সুপারিশের প্রেক্ষিতে নার্সারি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমবার ১০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। মাত্র ১০ শতাংশ জমি লীজ নিয়ে শুরু করা নার্সারির ব্যবসা তাঁকে আলোর মুখ দেখায়। ২য় বার ১৫ হাজার, ৩য় বার ২০ হাজার এবং সর্বশেষ ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বছরান্তে নার্সারির পরিধি বৃদ্ধি করে ক্রমাগতভাবে বাড়তি আয়ের পথ সুগম করেন তিনি।

বর্তমানে লীজ নেয়া প্রায় এক একর জমিতে বিভিন্ন প্রকার ফলদ, বনজ ও ঔষধী গাছের ১৫ হাজার চারা মজুদ রয়েছে। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। তাঁর নার্সারিতে প্রতিদিন ২ জন নারী শ্রমিক কাজ করেন, এছাড়া সমিতি ও গ্রামের অন্যান্য নারীরাও নার্সারির কাজ শেখেন অঞ্জনার কাছে। অঞ্জনা শুধু নিজেই উদ্যোক্তা নন, তিনি এখন অন্য নারীদের অণুপ্রেরণাও বটে। ০৩ মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, ২য় মেয়ে সামান্য লেখাপড়া শেষ করে ইপিজেড এ চাকুরি করছে এবং ছোট মেয়ে ৮ম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। অঞ্জনা জানান, অর্থাভাবে দু'মেয়েকে পড়াতে

পারেনি। তবে ছোট মেয়েকে উচ্চ শিক্ষিত করে গড়ে তুলবেন। নার্সারি থেকে বছরে গড়ে ২ লক্ষ টাকা আয় আসে তাঁর। অঞ্জনার সংসারে আর অভাব নেই, তিনি এখন স্বাবলম্বী। নিয়মিত সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি প্রদান এবং নার্সারি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি এখন সমিতির একজন মডেল সদস্য। সহজ শর্তে আর্থিক সহায়তা, সঠিক দিক নির্দেশনা এবং আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে লাগসই কোন উদ্যোগ গ্রহণ করলে সাফল্য অনিবার্য হয়ে উঠে যা অঞ্জনার ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান।

অঞ্জনা বলেন, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সহজ শর্ত এবং নিজেদের পুঁজি গঠনের মধ্য দিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থানের এ উদ্যোগ দরিদ্র মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

– উপজেলা সমন্বয়কারী
নীলফামারী উপজেলা

২০২১ সালের মধ্যে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবো ঃ

মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ ১০টি উদ্যোগের মধ্যে এক নম্বর উদ্যোগ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প। বর্তমান সরকারের দরিদ্রবান্ধব এ বিশেষ উদ্যোগের সাথে স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ জড়িত। এক্ষেত্রে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের চলমান অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য প্রকল্প পরিচালনায় কর্মী নিয়োগসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় দিকগুলো শীঘ্রই সমাধানের কথা উল্লেখ করে বিভাগীয় কমিশনারগণকে নিয়ে ৩১ মে, ২০১৮ তারিখে মন্ত্রীপরিষদ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ বলেন, "বর্তমান বাজারমূল্যের বিবেচনায় উপকারভোগীদের প্রথমবারে দেয় ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে। সদস্য হবার ৬ মাস পরে ঋণ পাওয়ার এ পদ্ধতিও সংশোধন করে যাতে তাঁরা দ্রুত সময়ের মধ্যে ঋণ পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকল্পের নীতিমালা মোতাবেক দরিদ্রদের যে পুঁজি দিয়ে স্থায়ী তহবিল গঠন করে দেয়া হচ্ছে এই টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কখনো ফেরৎ নেবেন না কিন্তু দরিদ্রদের স্থায়ী তহবিল সৃষ্টির লক্ষ্য এবং উদ্দ্যেশ্য বাস্তবায়নে সকলের আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে, যা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারগণের বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখার আহবান জানান।

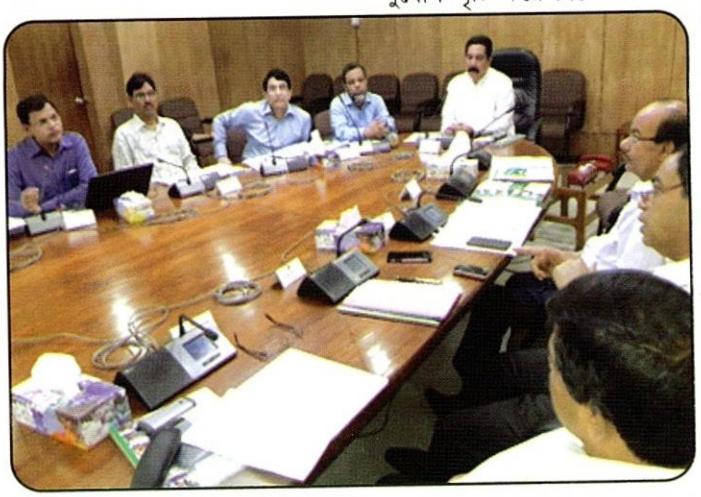

পৃথিবীতে কোন সরকার দরিদ্রদের জন্য তহবিল সৃষ্টির এমন কোন সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারেনি যা আমরা করেছি। উপজেলা পর্যায়ের ইউএনও সাহেবদের এটি দেখভালের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আশা করি, তারাও বিষয়গুলো আন্তরিকতার সাথে দেখবেন। আমাদের উদ্দ্যেশ্য ২০২১ সালের মধ্যে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবো। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন টেকসই করার চতুর্মুখি সুবিধা আছে। আমি এলাকায় গিয়ে অনেক ইউএনও'র সাথে নিজে কথা বলে খোঁজ খবর নিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেই, যাতে প্রকল্পের চলমান এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে।"

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন,"সকলে একটু কষ্ট করে আন্তরিকতার সাথে কাজ করলেই সব কিছু ঠিকঠাকভাবে এগিয়ে যাবে। সকল বিভাগীয় কমিশনারগণের কাছে অনুরোধ করছি, এটি আমাদের সরকারের জাতীয় উন্নয়নে অন্যতম প্রধান উদ্যোগ, তাই একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে আপনারা একটু আন্তরিকতার সাথে মাঠ পর্যায়ে খোঁজ-খবর রাখবেন এবং প্রশাসনকে পরামর্শ দেবেন।"

– একটি বাড়ি একটি খামার বার্তা ডেস্ক

টেকসই উন্নয়নে চাই লাগসই প্রশিক্ষণ

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পভুক্ত উপকারভোগী সদস্যদের পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে টেকসই উদ্যোক্তা সৃষ্টি প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য। যা দারিদ্র্য বিতাড়নে বহুমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন ও উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং পর্যায়ক্রমে বড় উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশের লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে দরিদ্র উদ্যোক্তাগণ জাতীয় অর্থনৈতিক হয়ে উন্নত জীবন যাপন করবে। উদ্যোক্তা হওয়ার লক্ষ্যে একটি বাড়ি একটি খামার উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ" কর্মসূচি। প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য আরও উন্নত ও বাস্তবসম্মত বাস্তবায়নের এক মূল অনুসঙ্গ। বিশেষ মধ্য দিয়ে প্রতি উপজেলায় সীমিত সংখ্যক সদস্যদের নিয়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে খামার প্রকল্পের সেরা উদ্যোক্তা হিসেবে প্রকল্পের নিজস্ব ট্রেনিং সেন্টার এবং বিভিন্ন কর্মচারী এবং উপকারভোগী সদস্যসহ মোট ৫ উন্নয়নের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শুধুমাত্র অর্থবছরে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২১ হাজার 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ প্রদান করা উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাত্র ৫% সার্ভিস চার্জে সহজ শর্তে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক হতে প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০ হাজার টাকা করে ঋণ গ্রহণ করছেন।

বগুড়া যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের বগুড়া'র আদমদীঘি উপজেলার সম্মানিত সদস্যগণ এবং মাঝে দাঁড়ানো উপজেলা সমন্বয়কারী ফাতেমা তুজ জোহরা।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সহজ শর্তে আর্থিক সহায়তায় প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং স্বাবলম্বী হিসেবে উপকারভোগী সদস্যদের প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পের ঋণ সহায়তার নতুন উদ্যোগ ''ক্ষুদ্র যোগ্য এবং দক্ষ সদস্যদের স্ব-স্ব প্রকল্প প্রশিক্ষণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ কর্মসূচি তদারকির মাধ্যমে আবর্তক তহবিল ব্যবস্থাপনার পেশাগত প্রশিক্ষিত এবং পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যাতে করে এই ঋণ নিয়ে একটি বাড়ি একটি নিজেরা আত্মপ্রকাশ করতে পারেন।

ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে এ পর্যন্ত প্রকল্পের কর্মকর্তা লক্ষ ৩০ হাজার ৭৭৭ জনের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের আওতায় চলতি সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৩ টি এবং ৩৬ ৪৫০ জন উপকারভোগী সদস্যকে বিভিন্ন ট্রেডে হয়েছে। এ সকল উদ্যোক্তা তাঁদের কাঙ্খিত

..... বার্তা ডেস্ক

সম্পাদক ঃ আকবর হোসেন, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

প্রকাশনায় ঃ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, লেভেল-১৩ (পশ্চিম) ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা ১০০০।
ফোন : ০২-৯৩৫৯০৮৩ ফ্যাক্স : ০২-৯৩৪৮২০৬ ওয়েবসাইট: www.ebek-rdcd.gov.bd, ই-মেইল: headoffice@ebek-rdcd.gov.bd